যুগান্তর

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশেই ছাত্রী হলে পুলিশ হামলা চালিয়েছে

—বিভিন্ন দল ও সংগঠন

যুগান্তর রিপোর্ট

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশেই পুলিশ গত ২৩ জুলাই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে নারকীয় হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতারা। তারা বিষয়টি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তদন্ত করার দাবি জানান। তারা বলেন, কেবল উপাচার্য-প্রক্টরের অপসারণই নয়, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে নেপথ্য খলনায়কদের মুখোশও উন্মোচন করতে হবে। জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ছাত্র বিষয়ক কো-অর্ডিনেটর শফিউল আলম প্রধান বলেন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের নির্দেশেই শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলা চালানো

নির্দেশ : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৭

নির্দেশ : স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে শোনা যাচ্ছে। সোমবার ঢাবি ক্যাম্পাসে পুলিশের বর্বর হামলার নির্দেশ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ অ্যাকশনে শতাধিক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সাংবাদিক আহত হওয়ার ঘটনার নিন্দা করে তিনি আরও বলেন, পুলিশের এডিসি এবং রমনা থানার ওসিকে সরিয়ে দিলেই শামসুন্নাহার হলের মধ্যরাতের ট্রাজেডির দায় এড়ানো যায় না।

জাসদ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি নাজমুল হক প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট ঘটনাবলীতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সরকার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কেউই নির্মম এ ঘটনার দায়দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে পুরো ঘটনার সঙ্গে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জড়িত রয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। কমবেশি সবারই সেটা জানা। তার নির্দেশ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং পুলিশ প্রশাসন মধ্যরাতে ছাত্রী হলে বর্বর হামলা করতে পারে না। তিনি ঘটনার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সম্পৃক্ততার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তদন্ত করার দাবি জানান।

ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী মারুফা আক্তার পপি বলেন, শামসুন্নাহার হলের জঘন্য ঘটনার জন্য কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ভূমিকাই মুখ্য নয়। এর আড়ালে অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। তিনি শিক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীকেও ঘটনার জন্য দায়ী করে বলেন, এ ক্ষেত্রে উপাচার্য কেবল তোতাপাখির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সবকিছুই তো দিনের মতো স্পষ্ট। ছাত্রদলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে প্রতিমন্ত্রীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ বিষয়গুলো অবশ্যই মানতে হবে।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শরীফুজ্জামান শরীফ সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়ী করে বলেন, অজানা কারণে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর ওপর ঘটনার সব দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে বলেন, ক্যাম্পাসের ঘটনার সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। তারাই ওই অপকর্মটি ঘটিয়েছে। সুতরাং নৈতিকতার কারণেই তাদের দ্রুত পদত্যাগ করে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া উচিত। তিনি সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন পুরো ঘটনায় লাঠিয়াল হিসাবে কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন।

জাসদ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মোহসীন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে মাঝরাতে ছাত্রী হলে হামলার কোন ঘটনা এর আগে ঘটেনি। শামসুন্নাহার হলের ঘটনার জন্য প্রথমেই দায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এর পর সৃষ্ট ঘটনার জন্য দায়ী সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিছুতেই দায়িত্ব এড়াতে পারে না।